অন্টারিওর লেফটেন্যান্ট গভর্নরের সাথে বাংলাদেশের কনসাল জেনারেলের সাক্ষাত

কানাডার টরন্টোতে নিযুক্ত বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল জনাব নাঈম উদ্দিন আহমেদ গত ২৩ জানুয়ারী ২০১৯ অন্টারিওর লেফটেন্যান্ট গভর্নর মান্যবর এ্লিজাবেথ ডাউডসওয়েল এর সাথে তাঁর কুইন পার্কস্থ কার্যালয়ে সাক্ষাত করেন।

কনসাল জেনারেল নাঈম উদ্দিন আহমেদ সাক্ষাতের প্রারম্ভে লেফটেন্যান্ট গভর্নর এ্যালিজাবেথ ডাউডসওয়েল কে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডঃ এ কে আব্দুল মোমেন এর শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। আলোচনা কালে কনসাল জেনারেল উল্লেখ করেন যে, বর্তমান সরকার কানাডার সাথে বাংলাদেশের দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ককে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে। এ প্রসংগে তিনি অবহিত করেন যে, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর আমন্ত্রণে ২০১৬ ও ২০১৮ এ কানাডা সফর করেন।

লেফটেন্যান্ট গভর্নর এ্লিজাবেথ ডাউডসওয়েল টরন্টো শহরে বাংলাদেশের নতুন কনসুলেট জেনারেল সম্পর্কে জানতে চাইলে কনসাল জেনারেল অবহিত করেন যে, উক্ত কনসুলেট স্থাপনের মাধ্যমে বর্তমান সরকারের একটি প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন ঘটেছে। বাংলাদেশ কনসুলেট জেনারেল কানাডায় বসবাসরত প্রবাসী

বাংলাদেশীদের কল্যাণ ও কন্সুলার সেবার পাশাপাশি বাংলাদেশী ও কানাডার নাগরিকদের মধ্যে যোগাযোগ সৃষ্টি ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারে কাজ করে যাবে।

লেফটেন্যান্ট গভর্নর মিয়ানমার হতে আগত রোহিঙ্গাদের আশ্রয়দান ও মানবিক সাহায্য প্রদানের জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানান। কনসাল জেনারেল রোহিঙ্গা সংকটে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কানাডা সরকারের অবস্থান ও সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

আলোচনার এক পর্যায়ে কনসাল জেনারেল বর্তমান সরকারের অধীনে বিগত দশ বছরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরেন। তিনি উল্লেখ করেন যে বিগত দশ বছরে মাথাপিছু আয় মাঃডঃ ৫৯৮ হতে মাঃডঃ ১৭৫১ এ উন্নীত হয়েছে, দেশের জনগনের গড় আয়ু ৬৬.৫ বছর থেকে ৭২.৭ বছরে বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, জিডিপির আকার অনুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশ বিশ্বের ৪৩তম দেশ, ২০১৩ সালে যা ছিল ৫৮তম। মাত্র ৫ বছরে বাংলাদেশ বিশ্বের ১৫টি দেশের অর্থনীতিকে অতিক্রম করেছে।

লেফটেন্যান্ট গভর্নর অত্যন্ত মনোযোগর সাথে বাংলাদেশের বিস্ময়কর সাফল্য সম্পর্কে শুনেন এবং ‘এই অভাবনীয় সাফল্যের মূল কারণ জানতে চান’। জবাবে কনসাল জেনারেল জানান যে, এমন অভাবনীয় সাফল্যের একমাত্র কারণ হচ্ছে জাতির পিতার কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অসাধারণ নেতৃত্ব। তিনি উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশের জনগন অত্যন্ত সৌভাগ্যবান যে তারা জাতির পিতার কন্যাকে পর পর তিন বার এবং সবমিলিয়ে চার বার সরকার প্রধান হিসেবে পেয়েছে। কনসাল জেনারেল আরও জানান যে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম-আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে উন্নীত হওয়ার নিরলস প্রচেষ্টা বাংলাদেশের মানুষকে উজ্জীবিত ও একতাবদ্ধ করেছে, যার ফলাফল হিসেবে সদ্য অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ তার দলকে বিপুল ভোটে নির্বাচিত করেছে।

লেফটেন্যান্ট গভর্নর এলিজাবেথ ডাউডসওয়েল বলেন যে, বাংলাদেশের মানুষ অত্যন্ত সৌভাগ্যবান যে তারা একজন নারী সরকার প্রধান পেয়েছেন, উপরন্তু যিনি বাংলাদেশের জাতির পিতার কন্যা। এ প্রসংগে আলাপকালে কনসাল জেনারেল ল্যাফটেন্যান্ট গভর্নরকে জানান যে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাজনৈতিক পথচলা মোটেও সহজ ছিল না, কারন সামরিক স্বৈরাচার ও অনির্বাচিত গোষ্ঠী বারংবার দেশের রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেছে ও দেশের গণতান্ত্রিক ধারাকে বাধাগ্রস্থ করেছে। তিনি আরও জানান যে, স্বাধীনতা বিরোধী চক্র ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের প্রায় সকল সদস্যকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর ছোট বোন শেখ রেহানা ঐসময় বিদেশে থাকার কারণে বেঁচে যান। বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দীর্ঘদিন বিদেশে রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়ে নির্বাসনে থাকতে হয়েছে। আরও দুঃখজনক যে, সামরিক স্বৈরশাসক ইনডিমনিটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে দীর্ঘদিন জাতির পিতার হত্যাকারীদের বিচারকে রহিত করে রেখেছিলো এবং তাদের শাসনামলে জাতির পিতার হত্যাকারীদের নানাভাবে পুরস্কৃত ও পুনর্বাসিত করেছে।

কনসাল জেনারল জানান যে, বঙ্গবন্ধুর একজন স্বঘোষিত খুনী নূর চৌধুরী বৃহত্তর টরন্টোতে বসবাস করছে। নূর চৌধুরী ও তার দোসররা ইতিহাসের নিকৃষ্টতম মানবতা বিরোধী অপরাধ সংঘটিত করেছে। তিনি আরও

জানান, বাংলাদেশের জনগন চায় জাতির পিতার হত্যাকারী নুর চৌধুরীকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে তার প্রাপ্য শাস্তি প্রদান করা হোক। কনসাল জেনারেল লেফটেন্যান্ট গভর্নর এলিজাবেথ ডাউডসওয়েলের মাধমে নূর চৌধুরীকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর ক্ষেত্রে কানাডা সরকারের সহযোগিতার আহবান জানান।

এছাড়া, বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল ও লেফটেন্যান্ট গভর্নর বাণিজ্য ও বিনিয়োগের সম্ভাবনা, কানাডায় অর্থনীতিতে প্রবাসী বাংলাদেশীদের অবদান, কানাডায় আরও বেশী বাংলাদেশী ছাত্রদের পড়াশুনার সুযোগ সৃষ্টি ও অন্যান্য দ্বি-পাক্ষিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

সাংবিধানিক রাজতন্ত্র অনুযায়ী রানী এলিজাবেথ ২ কানাডার রাষ্ট্র প্রধান এবং লেফটেন্যান্ট গভর্নর প্রদেশে রানীর প্রতিনিধিত্ব করেন। সাংবিধানিক ভাবে লেফটেন্যান্ট গভর্নর প্রদেশের প্রধান এবং ‘প্রিমিয়ার’ প্রাদেশিক সরকার প্রধান হিসেবে কাজ করেন।

সবশেষে কনসাল জেনারেল নাঈম উদ্দিন আহমেদ ল্যাফটেন্যান্ট গভর্নরকে বঙ্গবন্ধুর ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ ও ‘কারাগারের রোজনামচা’ দুটি বই উপহার দেন এবং তাঁর উপস্থিতিতে অতিথি বই স্বাক্ষর করেন। কানাডার টরন্টো শহরে বাংলাদেশে কনসুলেট শুরুর পর এটাই ল্যাফটেন্যান্ট গভর্নরের সাথে কোন বাংলাদেশের কনসাল জেনারেলের প্রথম সাক্ষাত।